"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে নিজের অবস্থার সমাচার খোলা মনে দিয়ে দাও, খোলা মন বা সত্য হৃদয়েই বাবার স্মরণ টিকতে পারে"

*প্রশ্নঃ - এই সময় ছোট বড় সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা হলেও তোমরা কোন্ কথা মুখে আনতে পারো না?

*উত্তরঃ - বাবা, এখন তাড়াতাড়ি করো, এখন আমরা ঘরে যাবো, এখানে তো অনেক দুঃখ। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা কখনোই এ'কথা বলতে পারো না। কারণ তোমরা এখন ঈশ্বরের সম্মুখে বসে রয়েছো। এখন তোমরা শীতল কোল পেয়েছো। এই সময় তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চ হয়েছো। সত্যযুগে ডিগ্রি কম হয়ে যাবে। দৈবী সন্তান হবে, ঈশ্বরীয় নয়, সেইজন্য তাড়াতাড়ির কথা বলতে পারো না।

*গীতঃ- তোমাকে ডাকতে মন যে চায়...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি যে বাচ্চারা আমাকে ডাকে, তারা এখন জেনেছে। ভক্ত ভগবানকে ডাকে। এখন তো তোমরা ভক্ত নও। তোমরা হলে সন্তান। বাচ্চারাই তো স্মরণ করবে। লেখেও, বাবা আমরা সম্মুখে বসে শুনতে চাই। নিমন্ত্রণ দিতে থাকে - বাবা, তোমার কথা সম্মুখে থেকে শুনবো। এখন ব্রহ্মা ছাড়া তো ডায়রেক্শন শুনতে পাওয়া মুশকিল। বাচ্চারা জানে যে - বাবা পূর্ব কল্পের মতো আবার এসেছেন। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ কত সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো অনেক আছে। তারা জ্ঞান পেয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাকেই সুখের সাগরও বলা হয় । গাওয়াও হয়েছে - দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। সে তো হলেন শিব বাবাই। নাম কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দিয়েছে। গায়ন তো অনেক আছে না? গেয়ে থাকে - হর হর অর্থাৎ দুঃখকে হরো। ভগবানের জন্যই গাওয়া হয়। কিন্তু ভগবানের পরিচয় না থাকার কারণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের জন্য বলে দেয়। দেব দেব মহাদেব। শিবকে ভুলে শংকরের জন্য বলে দেয় - হর হর মহাদেব...। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে মহাদেব বলা হবে না। তারা দু'জন তো স্থূল পার্টে আসে। শংকর সূক্ষ্মলোকেই থাকে । দুঃখহরণকারী পতিত - পাবন তো হলেন একমাত্র নিরাকার ভগবান। শংকরকে পতিত পাবন বলা হবে না। সকল মহিমা সেই এক এরই। বিষ্ণুর দুই রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাধা-কৃষ্ণ, যাদের আলাদা আলাদা জন্ম হয়। বিষ্ণু অবতরণের কথাও গাওয়া হয়েছে। চতুর্ভুজ দেখানো হয়। কিন্তু এ'কথা কারো জানা নেই যে, প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গে প্রিন্স-প্রিন্সেজ রাধা-কৃষ্ণ হবে। এ'কথা তোমরাই জানো। এও জানো যে - মায়ার অনেক বিশাল ঝঞ্ঝাও সূক্ষ্ম ভাবে আসে। মায়া ভুলিয়ে দেয়। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে। যে কোনো কথা বাচ্চারা যদি খোলা মনে জানতে চায় তবে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। তুফানও অনেক প্রকারের আসে। স্বপ্ন, ছিঃ ছিঃ বিকল্প অনেক প্রকারের আসতে থাকে। হ্যারিকেন সাইক্লোনকে (আঁধি) বলা হয় ঝড় তুফান। এখন এই ব্রহ্মা হলেন সুপরিচিত। এছাড়া বাবা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করায় আরো সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যান। যেমন যেমন মানুষ তেমন তেমন বেশ। এখন তো পঙ্গু, কানা খোঁড়া, কুব্জা, মানুষ দেখতে পাবে। সেখানে তো রয়েছে ন্যাচারাল বিউটি। কারণ পাঁচ তত্ত্বও সেখানে হলো সতোপ্রধান। তো এই জ্ঞান সম্মুখে বসে শোনার জন্য কন্যারা আহ্বান করে। গীত গুলির কথাও কোথাও না কোথাও ঠিক। যেমন দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তবুও তার স্মরণিক রূপে মন্দির গুলি রয়েছে । সব ধর্মের স্মরণিক রয়েছে। তোমরা বাচ্চারাও বুঝতে পারো যে, অবশ্যই উচ্চ থেকেও উচ্চ একমাত্র নিরাকার ভগবানকেই বলা হয়। তাঁরই গায়ন রয়েছে, আর রয়েছেও সঙ্গমযুগেই, যখন আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মিলন হয়। আত্মার সংখ্যাও তো অনেক। বৃদ্ধি হতেই থাকবে। এখন বাচ্চারা তোমরা সম্মুখে বসে শুনছো, অন্যদেরও ইচ্ছা হয় যে, সম্মুখে বসে শুনি। এখানে আসতে পারে না। বন্ধনে রয়েছে তারা। অন্য কোনো সৎসঙ্গে যাওয়ার জন্য কাউকে মানা করে না। বম্বেতে গীতা শোনানো হয়, যে কোনো ধর্মের মানুষ সেখানে যেতে পারে। ফিজ্ দিতে হয় না। নানার গুরুর কাছে যায়, যার কাছে গেলে রাস্তা খুঁজে পাবে। মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা কারো জানা নেই। সেইজন্য অনেক খুঁজতে থাকে। এখানে তো কোনো গুরু গোঁসাই নেই। ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা রয়েছে, ব্যস্। মহাত্মা কেউ নেই। যেমন তোমরা, তেমনই এই দাদাও । তফাৎ কিছু নেই। বেশ ইত্যাদিতে কোনো পার্থক্য নেই। এই শল চাদরও কখনো কখনো নামিয়ে রেখে দিই। কিন্তু ড্রামানুসারে এ যেন একটা অফিসিয়াল ড্রেস। ড্রেসকে তো দেখার কিছু নেই। বুদ্ধি শিব বাবার দিকে চলে যায়। অন্য সব মানুষ শরীরকে দেখে। তোমরা নিজের শরীরকেও ভুলে যাও আর এই দাদার শরীরকেও ভুলে যাও। দেহী-অভিমানী হতে হবে। এনার শরীরকে স্মরণ করতে হবে না। শিব বাবা এঁনার দ্বারা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তিনিই হলেন নলেজফুল, ত্রিকালদর্শী। আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য এই সময় এসে শুনিয়ে থাকেন। বৃদ্ধাদের জন্যও খুব সহজ। জাগতিক স্কুল গুলিতে গেলে বৃদ্ধারা তো কিছুই বুঝতে পারবে না। এটা

হলো সকলের জন্য সহজ। বাবা কেবল বলেন - আমাকে স্মরণ করো। মৃত্যুকালে যেমন মানুষের কানে মন্ত্র দেওয়া হয় - রাম রাম বলো, এটা বলো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাণপ্রস্থের পরেই গুরুর মন্ত্র নেয়। কিন্তু এখন বাবা বলেন - সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হবে। বৃদ্ধ, জোয়ান, শিশু - সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা এখন। এই রকম তো আর কেউ বলতে পারবে না। তারা বলবে - সকলের মৃত্যু ডেকে আনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছো নাকি? হ্যাঁ, মরতে তো সবাইকেই হবে। কেউ কেউ বলে - বাবা, আর কতদিন রয়েছে, আমরা তাড়াতাড়ি যাবো? এখানে নিদারুণ দুঃখ। যত দিন যাবে এইভাবে এইভাবে বলবে। বাবা বলেন - এ'কথা কেন বলো? আরে, এই সময় তো তোমরা ঈশ্বরের সম্মুখে রয়েছো । এরপর ডিগ্রি ডিগ্রেড (হ্রাস) হয়ে যাবে। তোমরা গিয়ে দৈবী সন্তান হবে। এখন এই শীতল কোল কত আরামের। স্বর্গে তো হবেই শীতল। কিন্তু এখানে তো তপ্তকেও (গরম) শীতল বানিয়ে দেওয়া হয়, সেটা তো তবে ভালো। এই রকম নয় যে এখন তাড়াতাড়ি করো। এখন তো আমরা হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চ । প্রশস্তির যা কিছু সে সবই হলো এখনকার। দিলওয়ারা মন্দিরও হলো এই সময়ের। সমগ্র সৃষ্টির আত্মাদের হৃদয় হরণকারী হলেন একমাত্র বাবা। দিলওয়ারা মন্দির হলো সকলের জন্য। আত্মা শরীরের দ্বারা আহ্বান করে - বাবা, এসো। এসে আমাদেরকে নতুন বানাও, আমরা পুরানো হয়ে গেছি। আত্মা আর শরীর দুটোই হলো পুরানো। আত্মা বুদ্ধিহীন অন্ধ হয়ে আছে। মানুষকে কি থোড়াই অন্ধ বলা হয়! চোখ তো আছে। কিন্তু বুদ্ধি হলো অন্ধ। আত্মার মধ্যে যে স্মরণ করার বুদ্ধি রয়েছে, সেটাকে একেবারেই ভুলে গেছে। তো গোপিকারা কেউ কোথা থেকে কেউ কোথা থেকে ডাকতে থাকে। বাল্কেলী গোপিকারা ছোট ছোট গ্রামের থেকে ডাকতে থাকে। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, সত্যযুগে গৃহস্থ আশ্রম ছিল, পবিত্র ছিল। এখন তো বিষের জন্য হয়রান করতে থাকে। এটা ভাবে না যে, এখানে নির্বিকারী বানানো হয়। নির্বিকারী হয়ে গেলে তারপর কী হবে - সেটা জানা নেই। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করে যায়। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে, আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যাবো। এই সব কথাকে তারা মানেই না। এই সময় এত দুঃখ রয়েছে যে, যার ফলে মনে করে এর থেকে মুক্তি বা মোক্ষ ভালো। বাবা বুঝিয়েছেন যে - ড্রামাতে মোক্ষ কারোরই প্রাপ্ত হয় না। এখন তোমরা জানো। বাবা বলেন - শুধু স্মরণ করো যে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে। বাবাকে স্মরণ না করলে অনেক ঝড় আসবে। বিবেকও বলে - নিরন্তর স্মরণ করা খুব মুশকিল। যদিও বাবা বলেন - তোমরা হলে কর্মযোগী। কিন্তু দেখা গেছে যে কর্ম করার সময় স্মরণ করতে ভুলে যাও। এমন অবস্থা হওয়ার জন্য সময় লাগবে। এরজন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হয় । কলেজে পুরুষার্থী বাচ্চাদের রাত-দিন পড়াশোনা করার খুব শখ থাকে। ওরা চেষ্টা করে গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ (সরকারি বৃত্তি) পাওয়ার জন্য। কত মাথা ঠুকতে থাকে (বৃত্তির জন্য অনেক প্রচেষ্টা) । তারপর খুব খুশি হয়। এখানেও বাবা বলেন - তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে স্কলারশিপ নাও। সবার প্রথমে হৃদয় সিংহাসনে বসে যাও। তোমাদের দৌড়ে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা জানো - এখন বাবা সম্মুখে বসে আছেন। ডাইরেক্টর এই রথে (ব্রহ্মা বাবা) বসে বাচ্চা-বাচ্চা বলে কথা বলেন। ব্রহ্মার শরীর তো স্থায়ী (ফিক্সড) হয়ে আছে। বাবা বলেন — আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। তোমরা আমাকে আহ্বান করে বলো - বাবা, এসো। এখন আমি এসেছি। তোমরা আত্মারাও নিরাকার। আমিও নিরাকার। তোমরা ভক্তি মার্গে ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল ধারণ করে স্মরণ করে এসেছো। এখন সম্মুখে এসে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তোমাদের তো নিজেদের শরীরের আধার আছে। আমাকে এই শরীর লোন নিতে হয়। বাবা বাচ্চাদের বলেন - এখন এই পুরানো বস্ত্র ছাড়তে হবে। নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করো। যদি অন্য কিছু স্মরণ করতে থাকো তবে সাজা ভোগ করতে হবে। যতটা সম্ভব অন্যদের স্মরণ করা বন্ধ করে দাও। যাত্রা করতে গেলে বুদ্ধিতে শুধু ঐ কথাই স্মরণে আসে। ব্যস্, আমরা শ্রীনাথের দ্বারে যাচ্ছি। তোমাদের এখানে হলো সত্যিকারের আত্মিক যাত্রা। আত্মা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হয়। তারপর শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করতে এখানে আসা-যাওয়া করতে হয়। যেখানেই থাকো না কেন স্মরণ থাকা উচিত। তোমরা জানো যে ভগবান সর্বব্যাপী নন, তিনি তো বাবা আর বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সর্বব্যাপী বললে এর কোনো মানেই থাকে না । বাবাকে তো সম্পদের উত্তরাধিকার দিতেই হয়। ওঁনার এই আশা থাকে না যে আমাকে উত্তরাধিকার পেতে হবে। ওঁনার আশা থাকে - বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দেওয়ার। এই বাবারও আশা থাকে - আমাকে উত্তরাধিকার দিতে হবে। বাবার সাথে বাচ্চাদের সম্বন্ধ আছে । বাচ্চাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে, বাবাকে দিতে হবে। বাবা তারপর তোমাদের কাছ থেকে কি নেবেন! ওঁনাকেই দিতে হয়। সত্য আত্মার প্রতি সাহেব (বাবা) সন্তুষ্ট (রাজী) হন, তাই তোমাদেরও সত্য হতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করো কিন্তু অবসর সময়ে বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের যাত্রার রেজিস্টার তোমাদের সঠিক হলে খুশি থাকবে। মানুষ যেটা অভ্যাস করে সেটাই বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন আমরা ফিরে যাবো নিজের ঘরে, সেইজন্যই বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। গীতাতেও দুইবার মন্মনাভব লেখা আছে। কিছু-কিছু কথা আটার মধ্যে লবণের মতো সঠিক ।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোনো চিত্র ইত্যাদি থাকে না। তোমাদের চিত্র থাকে। আজমীরে ব্রহ্মারও চিত্র আছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেক রকমের আছে । ভিন্ন-ভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। ভাষাও দেখো কত রকমের। বাচ্চারা জানে - আমাদের রাজধানীতে একটাই ভাষা হবে। ওখানকার ভাষাই আলাদা। সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা থাকে না। বাচ্চারা ওখানকার ভাষা ইত্যাদি বর্ণনা করত। এখন তোমরা বাচ্চাদের খুশি হওয়া উচিত। আমরা রাজধানী স্থাপন করছি। তারপর সেখান নিজেদের ভাষা হবে। এখানকার ভাষা ওখানে হতে পারে না। ড্রামা নির্ধারিত অনুসারে তারপর ওরাই নিজেদের মহল ইত্যাদি তৈরি করবে। কল্প পূর্বের মতোই। এখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিউ দিল্লি বানিয়েছে না ! তোমরা জানো আমরা দিল্লি নাম রাখব না। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া চাই। ওখানে হীরে-জহরত দিয়ে তোমাদের মহল তৈরি হবে। এখন তো মহল নেই। বুদ্ধি বলে আমরা ফার্স্টক্লাস মহল তৈরি করব। এই দুনিয়া তো ছিঃছিঃ হয়ে গেছে। এমনই সব বাক্যালাপ নিজেদের মধ্যে করা উচিত। বহন জী, ভাইজী আমরা তো চলে যাব তারপর এসে নিজেদের রাজধানী সামলাব। এই রকম পোষাক পড়বো। আগে গয়না ইত্যাদি সব সত্যিকারের পড়ত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে কত গয়না ইত্যাদি থাকে। শিবের মন্দিরে কি থাকবে? শিবের লিঙ্গও হীরে দিয়ে তৈরি করে। এ'সবই বোঝার বিষয়। আমাদের শিববাবার মন্দির মুসলমানরা এসে লুট করেছে। যা ভক্তি মার্গের শুরুতে বানিয়েছিল। তোমরা জানো দ্বাপর থেকে শিববাবার মন্দির তৈরি হয়েছে। নিজেরাই পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে যায়। প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরি হয়েছিল। সোমরস বলা হয় নলেজকে (জ্ঞান)। নলেজ প্রদানকারী হলেন বাবা যার মাধ্যমে তোমরা ধনবান হয়ে ওঠো। তারপর সেই ধন দিয়েই তোমরা বাবার মন্দির তৈরি করো। পূজাও তো হবে না! ঘরে -ঘরে মন্দির তৈরি করে। তোমরা জানো যখন ভক্তি মার্গ শুরু হবে তখন আমরা পূজারি হয়ে মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করব। তোমরা বাচ্চারা জানো - আমরা এখন প্রেমিকা হয়েছি প্রেমিক পরমাত্মার, ওঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। ওরা (লৌকিক জগতে) বিকারের জন্য প্রেমিকা হয়। এখানে আত্মা পরমাত্মা প্রেমিকের প্রেমিকা হয়। তোমরা দেখো - সব ভক্তরাই তাঁকে স্মরণ করে। ঐ প্রেমিকের মহিমা অতি প্রসিদ্ধ। আশিক (প্রেমিকা) যারা পতিত হয়ে গেছে তাদের পবিত্র করে তোলেন। আত্মাই পতিত, আত্মাই পবিত্র হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে, হৃদয় সিংহাসনে বসার জন্য দৌড় লাগাতে হবে। কর্ম করার সময়ও স্মরণ করতে হবে।

২) আমরা আত্মিক যাত্রায় আছি, সেইজন্য বাকি সবকিছুই বুদ্ধি থেকে বের করে নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের রেজিস্টার ঠিক রাখতে হবে।

বরদানঃ- নিরন্তর যোগী আর পবিত্র হয়ে সর্ব বিকারকে বিদায় করে দেওয়া শক্তি স্বরূপ, পূজ্য স্বরূপ ভব

বাবার দ্বারা সব বাচ্চাদের মুখ্য দুই বরদান প্রাপ্ত হয় - এক হলো সদা যোগী ভব আর দ্বিতীয় পবিত্র ভব। যে এই বরদান জীবনে সবসময় অনুভব করে সে দুই চার ঘন্টার যোগী হয়না, নিরন্তর যোগী হয়ে ওঠে। পবিত্রও কখনও-কখনও নয়, সদা পবিত্র থাকে আর সর্ব বিকারকে বিদায় করে দেয়। এমন নয় যে কখনও ক্রোধ এসে গেল বা মোহ এসে গেল, কোনো বিকারকেই স্মৃতি স্বরূপ হতে দেবে না। সুতরাং এমন যোগীই হয় শক্তি স্বরূপ আর সদা পবিত্র থাকা পূজ্য স্বরূপ।

স্লোগানঃ- সদা জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকলে ভাগ্য রূপী ছায়া তোমাদের সাথে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;